বিমলকর ঃ সূত্র সান্নিধ্য

সত্যেন্দ্রআচার্য

সুমহানমহীহের শীতল ছায়ায় দাঁড়ালে তার পত্র পল্লব চোখে পড়ে, শাখাপ্রশাখাদৃষ্টি এড়ায় না, কিন্তু শীর্ষচূড়া অবলোকন করা যায় মাত্র, স্পর্শ করাযায় না। স্নেহের আনুকুল্যে তাঁর কাছে কাছে থেকেছি অনেকদিন, সে প্রায়চার দশকের ওপর। কিন্তু তাতে কতটুকই বা চিনি ? অবিশ্যি চেষ্টা নামক শব্দটা তো মানুষের স্বধর্মের মধ্যেই পড়ে।
বিমল কর এর জন্ম উত্তর চবিবশ পরগণার টাকিরকাছে এক প্রত্যন্ত গ্রাম শঙ্খচূড়ায়। ইংরাজী ১৯২৩ সালের ১৯ শেসেপ্টেম্বর। মাতুলালয়ে। বাংলা সন ১৩২৮, ৩রা আশ্বিন। কিন্তু কর্মসূত্রে তাঁরপিতাকে ঘুরতে হয়েছে বাইরে, নানা স্থানে। তাই শিশুকাল থেকেসাবালকের চৌকাঠ পর্যন্ত তিনি ছিলেন গুবন্দী অর্থাৎগুজনদের-তত্ত্বাবধানে,তার কুড়ি পেরোতেই তিনি লাগাম ছেঁড়া। ---এতাঁর নিজের কথা। কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল, মাথা দুলিয়ে পড়েছেনআংশিকভাবে বাবা-মার তত্ত্বাবধানেই।

বিমল কর - এর স্কুল শিক্ষা আসানসোল রেলস্কুলের নিচু ক্লাস থেকেই। তারপর হাইস্কুল । ধানবাদ এ্যাকাডেমি। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। ম্যাট্রিকুলেশান, কুলটি ম্যাকলিলাস ইনস্টিটিউশনথেকে।

বিমল কর-এর বাবা ছিলেন একজন স্বতন্ত্রপ্রকৃতির মানুষ। সংসারের রূঢ়তা থেকে তিনি থাকতে চাইতেনবাইরে। তাই কাকারাই ছিলেন তাঁর প্রতিপালক। স্নেহ, মায়া, মমতায়ঠাকুমা পিসিমা, কাকা-কাকিমারা যেভাবে মানুষ করেছেন, মা-বাবাও কোনদিনতা পারতেন কিনা সন্দেহ।---এ উক্তিবিমল কর-এর। বাবা-মা হয়ত অসুখ-বিসুখে দেখতেএসেছেন, হয়ত সঙ্গে এনেছেন সবুজরঙের ইজের আর কলার-আল গেঞ্জি। বিমল কর-এর নিজের ভাষায়---বাবাবেচারির বোধহয় এর চেয়ে বেশি কিছু দেবার ক্ষমতাও ছিল না।

এই বাবা ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য বিমল কর-এর সামনেকিছুই রেখে যেতে পারেননি, শুধু হাজারিবাগ রোডের শরিকী বাড়িতে শেষজীবনে কুয়োতলায় স্নানের স্মৃতি ছাড়া। সংসারের ঝক্কি ঝামেলা থেকেদূরত্ব বজায় রাখা এই বাবা সিদ্ধির গুলি গলায় ফেলে হারমোনিয়াম খুলেগাইতে বসেছেন, এমন চাঁদের আলো, মারি যদি সেও ভাল, সে মরণ স্বরগ সমান।

ছেলেবেলা নানভাবে উত্তর জীবনকে প্রভাবিতকরে। আর এইজন্যই এই ছেলেবেলার কথা। স্কুল জীবনের পড়াশোনা ছাড়াওনাটকে অভিনয় করেছেন। পুরস্কার পেয়েছেন। স্কাউটে ছিলেন। খেলাধূলাতেওআগ্রহ ছিল। গান গেয়েছেন। বাল্যজীবনে বান্ধবীও ছিল। বান্ধবী সঙ্গে নিয়ে দুই বালক-বালিকাসিনেমায় গেছেন। কিন্তু তখন থেকেইবই পড়ার নেশা ছিল অপরিসীম। স্কুল ছাড়লেনকিন্তু বই পড়ার আগ্রহ তাঁকে ছাড়ল না। এ থেকেই সাহিত্যেরপ্রতিএকটা প্রীতি, ভালবাসা, একটা মমত্ববোধ গড়ে উঠেছিলঅলক্ষ্যেই।----এই উক্তিও তাঁর।

হ্যাঁ, স্কুলের চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে এসেদাঁড়ালে গুজনদের সাধ ছিল ছেলে ডাক্তার হবে। ভর্তিও হলেন কলকাতারক
ারমাইকেল মেডিকেল কলেজে। ওখান থেকে I Sc -র পর বিদ্যাসাগর কলেজে। কলকাতা ঝিবিদ্যলয়ে
র স্নাতক এই কলেজের ছাত্র হিসেবেই। তারপর নানাটানাপোড়েনের ভেতর হারিয়ে গেল সেই ছেলেবেলা, স্কাউট,
সেই বান্ধবী,নাটকের যুদ্ধ---জীবনযুদ্ধের সৈনিক হলেন বিমল কর।

একটা কথা মনে পড়ে গেল। আয়ারল্যান্ডেরস্বাধীনতাকে স্মরণে রেখে Lady Gregory - তাঁর একাঙ্কিকায় নায়ক
সম্বন্ধেএকটা উক্তি করেছিলেন--- “It’s little any mother knows whenshe sees her child creeping
on the floor what might happen to it before it has gonethrough it’s life.”
আর শুধু ডাক্তারই বা বলি কেন ? বেশ মজার ব্যাপার ---সেই চাকরির জগতে উন্নতির কাহিনীটুকু। ---সেইযুদ্ধের
সময় বিমল কর এলেন কলকাতায়, চাকরির খোঁজে। কিন্তু কোনটাতেইযখন কিছু হল না, ফলে আবার সেই আসানসে
াল। সেজ কাকার কাছে। এই কাকাইএকটা চাকরি জুটিয়ে দিলেন আসানসোলে। অ্যামিউনিশান প্রোডাকশনডিপোয়।
কিন্তু যখন তিনি কলকাতায় তখন অম্বিকানাথের মৃত্যু নামে দ্বিতীয়গল্পটি জমা দিয়ে গিয়েছিলেন প্রবর্তক পত্রিকায়।
সম্ভবত ৪৪ সাল সেটা।এরপর লেখকের নিজের উক্তিতেই বলি---

রাত্রে অবশ্য কাকা গড়গড়ার নল মুখে ঠেকিয়েকাকিমাকে ডাকলেন।
কাকিমা হাজির।
পোলাও কালিয়া রাঁধলে নাকি?
পোলাও---। কেন? কাকিমার জবাব।
সেকী তোমার গোপালের লেখা বেরিয়েছে। বাড়িতেপোলাও কালিয়া হবে না? ...তা গোপালকে লেখক করছ? পরে
কী হবে খেয়ালরাখো। খেতে পাবে না।...তোমার গোপালকে বলবে রেলের চাকরিরইন্টারভিউ পেলে যেন
ঠিকঠাক দেয়।

ইন্টারভিউ পাবার পর রাশভারি স্বল্পবাককাকা বললেন, তোমার নাগালে সিঁড়ি এনে দিয়েছি। চটপট করে মই ধরেউঠে
পড়। ঠিকঠাক যদি উঠতে পার তোমার কপালে অফিসার হওয়া বাঁধা।

“ হায়রে আমার পিতৃব্য। এই স্বপ্নআপনার। কিন্তু আমার কোন স্বপ্নই নেই।
শুধু কাকা কেন, কেউ কি জানে, সেই Lady Gregory -র ভাষাতেই বলি--- Who willbe who in the end?
এই বিমল কর-এর সঙ্গে পরিচয় আমার অদ্ভুতভাবে।তখন তিনি দেশ পত্রিকায় চাকরি করেন।

আমাদের একটা আড্ডা ছিল তখন আলফা কাফে নামেরঅপরিসর একটা মোটর গ্যারেজের হতশ্রী ক্যানটিনে। দশকটা
পঞ্চাশেরশেষাশেষি। জায়গাটা রীচি রোড আর হাজরা রোডের সংযোগস্থলে।আড্ডায় একটা গল্প পড়েছিলাম তখন।
তিন প্রধানের গল্প। এবংসুহৃদদের অনুরোধে দেশ পত্রিকায় পত্রস্থ করি। নিয়মানুসারে ছ-মাসপ্রতীক্ষার পর অমনোনীত
ধরে নিয়েই আবার ডাক খরচ করিডঃ নীহাররঞ্জন রায় ও ত্রিদিব চৌধুরী সম্পাদিত ভ্রান্তি পত্রিকায়। কিন্তুকী বরাতের
ফের, গল্পটা বের হল পিঠোপিঠি দেশ পত্রিকায়। নির্বাসনদন্ড নেমে এল মাথার ওপর। একেবারে সুদীর্ঘকাল পাতাল
প্রবেশ। এই পাতাল থেকে তুলে আনেপ্রয়াত বন্ধু প্রবোধবন্ধু অধিকারী। সেতু বিমল কর।

সালটা ঠিক আমার মনে নেই। হয়ত ৫৭ হবে। তখনকলেজস্ট্রিট মার্কেটের ভেতর জমাটি এক আড্ডা বসত, মুখোমুখি
কথামালাআর নিউস্প্রিট অধিকার করে। প্রবোধ ছিল কথামালায়। সম্ভবত ঃ অজয়দাশগুপ্ত অপরটিতে। এখানেই প্রথম
দেখি বিমল কর--কে।ধোপদুরস্ত ধুতি পাঞ্জাবীতে গৌরকান্তি যুবক। ব্যাকব্রাশ চুল। দু-একটাসামনের দিকে ঝুঁকে আছে।
লম্বা আর রোগাটে গড়ন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।সেই শৌখিন যুবকটি কথামালা-য় সম্রাটের মত বসে। প্রবোধ পরিচয়করিয়ে দিয়ে

বলল, বিমলদা, এই সেই সত্যেন। সত্যেন্দ্র আচার্য।

শরমে সম্ভ্রমে আমি তখন নতমস্তকে দাঁড়িয়ে। আপাদমস্তকজরিপ করে নিয়ে নিচু স্বরে বললেন বোসো। খুচরো দু-একটা কথাবার্তা। ব্যস ! আর কিছু নয়। সভাশেষে বললেন, একটা গল্প দিও দেশ-এ।

চোখের জল মুছে তাকালে, দেখলাম, লোকটি এগিয়েচলেছেন কারো একজনের কাঁধে হাত রেখে। সেই থেকে অসাধারণ এই লোকটিকেআমি গভীর শ্রদ্ধা করি। তাঁর আচরণ, অমায়িক এবং অন্তরঙ্গ ব্যবহার আরআন্তরিকতায়। সর্বোপরি তার মানবিকতায়। সেই থেকে তাঁর আমি ওআমার তণ বন্ধুরা এই দলে আমিও নগণ্য অনুগত একজন। আমারও বিমলদা।

সেই ৫৭ কি, ৫৮-র কলেজ ষ্ট্রিটেসাহিত্যের আড্ডায় আজকের প্রতিষ্ঠিত প্রায় সকলেই অলিখিতসদস্য ছিল। বিমলদাকে ঘিরে এই ঠেক থেকেই নবপর্যায়ে সাহিত্যের সূত্রপাত।মোটামুটি এই পরিসরে বিমল করকে ঘিরেই একটা পরিশীলিত সাহিত্যেরআড্ডা গড়ে উঠল। অজস্র নতুন মুখ আস্তেআস্তে যুক্ত হল। আমি ওআমার তণ বন্ধুরালেখকদের নিয়ে লেখা বলা চলে এই অভিধানে বিমল করপ্রায় সকলেই যুক্ত করে রেখেছেন।

বিমল করের অভিভাবকত্বে বা পৌরোহিত্যে কলেজষ্ট্রিটের এই জমজমাট আড্ডায় নিছক আড্ডাই একমাত্রর উপলক্ষ্যছিল না। জীবন যেহেতু ওতপ্রোতভাবে সাহিত্যে সমর্পিত তাই গঠনমূলককিছু, সৃষ্টিশীল বা সৃজনশীল কিছু করার আগ্রহে বিমল কর সব সময় আগ্রহশীল। এক অপরিসীম মমত্ববোধের মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি যেমন সাহিত্যকেলক্ষ্য করেছেন, তেমনি লক্ষ্য করেছিলেন ছোটগল্পে নতুন রীতিরনবীনত্বকে। প্রতাগত বা গতানুগ নিয়মকে ভাঙচুর করতেই যে আনন্দ, চরমসিদ্ধিলাভ।----এই নিরীক্ষায় পরীক্ষামূলক পত্রিকা বের করলো,ছোট গল্প নতুন রীতি। সংযোজিত কিছু গল্প পরে গ্রন্থকারেপ্রকাশিত হয়, এই দশকের গল্প। সেদিনের ইতিহাস বাংলা সাহিত্যেরইতিহাসে চিরকাল সাক্ষী দিয়ে যাবে বিমল কর-ই ছোট গল্প নতুনরীতি প্রথম প্রবক্তা। উৎসমুখ ৫০-এর দশক ছোটগল্পে নবপর্যায়ের স্বর্ণক্ষণ, এইমাত্রায় চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ৬০-দশকের এই স্বর্ণাভা স্পর্শ করা যাট বসন্তেরআজপ্রতিষ্ঠিত লেখকরা আমার এই যুক্তিকে অস্বীকার করলে আমারবোধের কাছে দেউলিয়া হতে আমি এককথায় রাজী। আর নতুন রীতির নিরিখেযে নব্য পরিমন্ডল রচনা করেছেন সেখানে তিনি নতুন প্রজন্মের কাছেওউপাস্য লেখক।

৬০-৬১-তে কথামালা প্রকাশ করেন তিনি। সর্ববিধদায়িত্ব তাঁর। কিন্তু বেশীদিন চলল না। রসদ লাগে। রেস্ত তো নামমাত্রবিজ্ঞাপন আর বিমল কর এর পকেট। অতএব বন্ধহয়ে গেল।

সাহিত্য চলেছে, আড্ডা চলছে, বিমল কর-এর ভাবনাকিন্তু থেমে নেই। ৭৪-এ বের করলেন গল্প বিচিত্রা। চরিত্রে সত্যিই বিচিত্র।রহস্য, রোমাঞ্চ, সরস এবং মৌলিক গল্পের সমাবেশে এই কাগজটির সম্পাদককরলেন বরেন আরঅতীন-কে। নিষ্ঠা এক জিনিস, বাণিজ্য অন্য পর্যায়ের।শেষেরটার অভাব ছিল বিচিত্রা গোষ্ঠীর। দেখাশোনার তেমন লোক ছিল না। ৮৮-তেগল্পপত্র। সম্পাদক বিমল কর। প্রথম দিকে সহকারী গোষ্ঠী ছিলএকটা। পরবর্তীকালেসহযোগী শুধূ শৈবাল মিত্র। এই পরিচ্ছন্নপ্রতিনিধিস্থানীয় দ্বিমাসিক ছোটগল্পের কাগজ গল্পপত্র ৯২-এরশারদীয় সংখ্যার পর বন্ধ হয়ে যায়। এসপ্লানেডের ডালিমতলার আড্ডা তখনএই বন্ধের দুঃখ ভাগ করে নিয়েছিল।

দ্বন্ধপত্রিকায় বিমল কর-এর পিয়ারীলাল কর্জ এবংউত্তরসূরী-তে ইঁদুর এই দুটি গল্প পড়ে দেশ-সম্পাদক অভিভূত হন। শুহয় অনুসন্ধান। সুযোগও এসে গেল। ----একদিন দুপরে গৌরকিশোরের পিছনে অতিসন্তর্পণে গুটিগুটি পায়ে একটি তণ যুবা দেশ পত্রিকার দপ্তরে এসেহাজির। গৌরকিশোর বললেন, ----এই নিন আপনার বিমল কর। আসতে কি চায়?-

----এ উত্তি দেশ - সম্পাদকের।

১৯৫৪ সালে বিমল কর যুক্ত হন দেশ পত্রিকায়। দেশপত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প বরফ সাহেবর মেয়ে। এককথায় অসাধারণ।লেখকের কিছু কিছু লেখার প্রতি একটা বিশেষ টান, একটা বিশেষদুর্বলতা থাকে যা তাঁর কাছে বিশেষভাবে প্রিয়, অর্থাৎ যা বিশেষভাবেতৃপ্তির সামগ্রী। এমন প্রিয় গল্প তাঁর জননী। এই জননী দেশ পত্রিকায়প্রকাশের পর---এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। যেসূক্ষ্মবোধ আর প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণতায় একটা পারলৌকক চিন্তাভাবনা থেকে মুক্তি এসেছিল এ গল্পে তা বিস্ময়কর যেমন আলোড়ন তাঁরআগে অনেক ছোটগল্পে উঠেছিল। সেই মানবপুত্র নিষাদ, সোপন, উদ্ভিদ,আত্মজা, শোক সভার পরে বা প্রেমের গল্প, পিঙ্গলার প্রেম,সুধাময়, আঙুরলতা প্রভৃতি আরো আরো অজস্র ছোট গল্পে। অর্থাৎবিমল কর ছোট গল্পে বিশাল এক স্তম্ভ। বিশ্বেরসাহিত্যের দরবারেতাঁর বিশেষ অবদানে সুবর্ণ সিংহাসন সুনির্দিষ্ট হয়ে পড়ে।

এই অল্প পরিসরে তাঁর পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন সম্ভবপর নয়। ----তাঁর প্রথমউপন্যাস হ্রদ। পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়, তেমনি অভিজ্ঞতা ওঅর্ন্তদৃষ্টির প্রসার ঘটে পরবর্তী অধ্যায়ে। যা আশ্চর্যভাবেসফলতায় উত্তীর্ণ তার অসাধরণ ট্রিলজীদেওয়াল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, অবক্ষয়,দুর্ভিক্ষ, মধ্যবিত্ত জীবনের দুর্যোগ আর অসংগতির পূর্ণ চিত্র ধরা আছে এইগ্রন্থের তিনটি খন্ডে বর্তমানে আনন্দ পাবলিশার্স এক খন্ডে সম্পূর্ণ করেছেন।বিমল করের দেওয়াল এবং অসময় চিরায়ত সাহিত্যের ভান্ডারে ঋদ্ধতর সম্ভার।

কিশোর সাহিত্যেও তাঁর, কিকিরা চরিত্র এবংওয়ান্ডার মামা আশ্চর্য্য রকমের আলোড়ন সৃষ্টিকারী নির্মাণ। আর সরসগল্পে? যশস্বী সরস গল্পের স্বনামধন্য লেখকদের সঙ্গে একাসনে তাঁরস্থান। নাটক, নাট্যরস, কৌণিক জটিলতা বা দ্বন্দ্ব নাটকের অবশ্যম্ভাবী এইগুণে বা আধুনিকতা, অভিনবত্বে, মঞ্চভাবনা ইত্যাদিতে বিমল কর সম্পূর্ণরূপেপৃথক ঘরানার। বিশেষ করে ঘুঘু এবং কর্ণকুন্তি সংবাদ এই যুগল নাটকতো বটেই।

চীনা সাহিত্যের কিছু অনুবাদও আছে তাঁর। সাহিত্যপ্রসঙ্গে তিনি দীর্ঘদিন সাহিত্যের সমালোচনা লিখেছেন দেশ-এবিদুর এই ছদ্মনামে।

বিমল কর-এর সাহিত্যকর্ম বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত।হ্রদ গুজরাটিতে, হিন্দিতে অসময় , বালিকাবধূ, এই যুবকেরা, কালেরনায়ক, খড়কুটো ও পূর্ণ অপূর্ণ। মালায়ালাম ভাষায়, অসময় , ওড়িয়াতে এইআচরণ, আর পাঞ্জাবী ভাষায় পূর্ণ অপূর্ণ।

এ পর্যন্ত চপচিচত্রে রূপায়িত ছবির সংখ্যাছয়। হিন্দিতে রূপায়িত সংখ্যা, তিন। দূরদর্শনে বারো এবং বেতারেপ্রচারিত সংখ্যা, পঁচিশ। সাম্প্রতিক কালে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানএকটি। এই পরিসংখ্যান বছর চারেক আগে বিমল কর-এর নিজের মুখে দেওয়া।

সমগ্র উপন্যাস সাহিত্যের ওপর উত্তরঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়থেকে পি.এইচ.ডি. করেছেন একজন। পেশায় অধ্যাপক। দ্বিতীয় পর্বেডক্টরেট করেন জনৈক ছাত্রী।

শুনেছি, সচ্ছলতা প্রথম দিকে হয়ত তেমন ছিল না।কিন্তু মনটা ছিল দরাজ। অভাববোধের হাতছানিকে উপেক্ষা করা একটা আর্ট। জিরোজগারের জন্য অনেক ধরনেরকাজ করেছেন বিমল কর। অর্থপুস্তক লিখেছেন, অন্য নামে বই। স্কুল পাঠ্যবইও ছিল তাঁর। এমন কি পাবলিশিং থেকে ছাপাখানা লীজ নেওয়া পর্যন্ত।কিন্তু বিধিলিপি তাঁকে টাটা, বিড়লা করল

না, করে দিল লেখক । “But it is the laws of life thatit hardly follows a law.” গতানুগনিয়ম কি সব সময় নিয়মের হাত ধরে চলে?

বিমল কর-এর শৈশব যেমন কেটেছে জববলপূর,হাজারিবাগ, গোমো, ধানবাদ, আসানসোল এবং চাকরি যেমন এ.আর. পি,আসানসোলের অ্যামিউনিশান প্রোডাকসান ডিপো, ৪৪-সালে কাশী,৪৬-শে মনিলালবন্দোপাধ্যায়ের পরাগ পত্রিক ায়, পরবর্তী অধ্যায়ে পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, সত্যযুগএবং সবশেষে ৫৪-তে দেশ--তেমনি কলকাতায় বাসা বদলও কম নয়। এখন নিজগৃহসল্টলেকে। সি.ই.সেক্টারে। ১৯৭৬ সালে। বাড়ির নাম চতুষ্পর্ণ। এখানেইতাঁর শেষ জীবনের শান্তির পরিত্রমা। শেষ পরিসমাপ্তি।

সল্টলেকের বাড়ি ও আমাদের আনাগোনা এবংজন্মদিনের পর্ব তো ভোলা যায় না। আর বৌদির হতের রান্না যে ন াখেয়েছে তাকে বোঝানো যাবে না।---কী পরিমান তা উপাদেয় পদ। এখনোলোকের আনাগোনার অন্ত নেই। সময় অসময় নেই, কিন্তু বৌদিরআতিথেয়তার তুলনা নেই। শীর্ষেন্দুর ভাষাতেই বলি, স্নেহশীলতা এত গভীর ছিল যে বলার নয়।কতবার তাঁর বাড়িতে গিয়ে বউদির অসাধারণ রান্না খেয়ে এসেছি। সুদীর্ঘকালঅর্থাৎ ১৯৫৪ থেকে ৮২ পর্যন্ত দেশ পত্রিকায় চাকরি করেছেন বিমল কর।জীবনে যেমন প্রচুর সন্মান কুড়িয়েছেন তেমনি পুরস্কারেও ভূষিতহয়েছেন বহুব ার।৭৬-তে আনন্দ পুরস্কার, ৭৫ সালে আকাদেমি। কলকাতাবিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎচন্দ্র পুরস্কার১৯৮১ সাল। ৮২-তে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়েরনরসিংহ দাস পুরস্কার ও দ্বিতীয় পর্যায়ে আনন্দ পুরস্কার ৯১-তে তাঁরযুগান্তকারী গল্পগ্রন্থ উপখ্যান মালা- য়, যা টলস্টয়-এরটেলস পড়ার পর দীর্ঘকাল তিনি একটা ভাবনাকে পুষে রেখেছিলেন এবং মানবজীবনের শাশ্বত বর্ণগুলি রূপকের মাধ্যমে পল্লবিত করেন। জীবন এবংঅস্তিত্ব, পাপ এবং পূণ্য,কামনা এবং মৃত্যু চেতনাকে উপলক্ষকরেই।

যা বলছিলাম, চাকরি জীবন থেকে বিমল কর অবসর নেন৮২-তে। কিন্তু অবসরের মেয়াদ পূর্ণ করে যখন তিনি পুনর্বহাল, বোধহয় তারকিছুদিন আগে তাঁর পায়ে বড় রকমের চোট লাগে, পা ভেঙে যায়। বেশ কিছুদিনপরে চাকরিতে যোগ দেন। কিন্তু এর পর থেকে কোথায় যেন একটা অদৃশ্য আবহতৈরি হচ্ছিল। দুম করে বিমল কর চাকরিথেকে ইস্তাফা দেন। কিন্তু তারকিছুদিন পরেই দু-বছরের জন্য চুক্তির মেয়াদ ইত্যাদি প্রকাশনীরশীলাদিত্য পত্রিকার সম্পাদক হন। কিন্তুএখ ানেও বিমল কর ইস্তফা দেন চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হবার অগেই। এরপরআজকাল রবিবারের পাতা সম্পাদনা। অবিশ্যি এখ ানে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণকরেছিলেন কিনা আমার জানা নেই।

বিমল কর -এর অতি সংক্ষিপ্ত একটি বংশতালিকাদেওয়া যেতে পারে। পিতা জ্যোতিষচন্দ্র কর এবং মাতা নিশিবালা কর। পিতা৭৪ বছর বয়েসে হাজারীবাগ রোডে ৫৬,সালে পরলোক গমন করেন। মাতা ৯৩ বছর বয়েসে দীর্ঘকাল শয্যাশ ায়ীথাকার পর ৯১ সালে সল্টলেকেলোকান্তরিত হন। দীর্ঘকাল অসুস্থতার পর পুত্র বিমল কর ৮২ বছরবয়েসে এই বছরের ২৬ শে আগষ্ট ১১টা ৪৫ মিনিটে প্রয়াত হলেন।

বরেণ্য সাহিত্যিক বিমল কর-এর একই মের যোগ্যসহধর্মিনী শ্রীমতী গীতা কর। শিক্ষিকা ছিলেন আগে। কোচবিহার সরক ারীকলেজের ছাত্রী সব ছেড়েছুড়ে সেই থেকে গৃহবন্দী।

এঁদের সন্তানাদির মধ্যে তিন কন্যা, এক পুত্র।বড় মেয়ে দুর্বা স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে সান্মানিক স্নাতক। কবিপ্রদীপচন্দ্র বসুর স্ত্রী। প্রদীপচন্দ্র বসু অ্যাস্ট্রনমিস্ট। মেজমেয়ে শুভা অধ্যাপিকা। বাংলার। স্বামী সরকারী ইঞ্জিনীয়ার। শুভা করের লেখ াদেখেছি আগে। প্রেসিডেন্সীর ছাত্রী ছিল। ছোট মেয়ে অনুভাওপ্রেনিডেন্সীর ছাত্রী ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকে াত্তর। বর্তমানেসাপ্তাহিক বর্তমান -এর সঙ্গে যুক্ত। স্বামী ইঞ্জিনীয়ার। পুত্র সমীর কর ইঞ্জিনীয়ার। শিবপুর বি.ই. কলেজের ছাত্র ছিল। সমীর কর---জায়া শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানশাখার নৃতত্ত্ব বিভাগের স্নাতকোত্তর।

এঁদের দুটি কন্যা সন্তান। অনুজনির্মল কর। অকৃতদার ছিলেন। দুর্গাপুর থেকে অবসর গ্রহণের পর ছিলেনসল্টলেকেই। ----প্রয়াত হন এখানেই। এই হল গোটা কর পরিবার।

লেখক হিসাবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে কোন ক্ষোভছিল না। থাকার কথাও নয়। কী ছিল না? ছিলনা শুধু উগ্র আধুনিকতা আরঅহংকার। সচ্ছল জীবন যাপনের আধুনিক উপকরণ আজ তাঁর হাতের মুঠোয়।কী ছিল না? অথচ মেজাজে সেই কৃত্রিমতাহীনআগের মানুষ। বাঙালিয়ানা পুরোপুরি তাঁকে স্পর্শ করেছিল। সেইসদাচারিতা, অন্তরঙ্গ আন্তরিকতা স্নেহ, ভালবাসা, সব। কোনঘাটতির অবকাশ ছিল না। আমি সেই পঞ্চাশ দশকের মধ্যাহ্ন সূর্যে যেমন দেখছি,মানুষ হিসেবে বিমল কর অপরাহ্নেও ঠিক তেমনি ছিলেন। ২০০৩ এর এই সকালবেলায় সূর্যকিরণে কিছু বদলায় নি। সেই একই মানের মানুষ। একই মেজাজেরব্যক্তি পুষ হিসেবে গণ্য হয়ে রইলেন।

ব্যক্তি জীবনে মানুষের কতকগুলি নিজস্ব চি বাঅভ্যাস গড়ে ওঠে। সেই চি বা অভ্যাসের দরজায় কড়া নাড়া দেয় কিছু কিছুমানুষের কৌতূহল। যেমন লেখেন কখন ? পুস্তক সংখ্যা কত ? খেলাধূলা পছন্দকরেন কিনা, মদ্যপান করেন কিনা, রাজনীতিতে কোন দল সমর্থন করেন,ইত্যাদি।

সান্নিধ্যে যতদূর জানি, বিমল কর-এর সকাল শু হতমনিং ওয়াক দিয়ে। শীতে ফুলস্লীভস পুলওভার আর ট্রাউজার। নইলে পায়জামাআর পাঞ্জাবী। লেখা সম্বন্ধেযতদূর জানি, তাহল, সকাল সাড়ে আটটা থেকেএগারটা। ব্যস ! কলম বন্ধ। লেখা মনঃপুত না হলে পাতার পরপাতা নষ্ট করেন। আর প্রতিটি লেখার জন্য এক একটা নতুন কলমব্যবহার করতেন বলে শুনেছি। লিখতেন ল টানা বেশ দামী প্যাডেরকাগজে।---এরপর বিশ্রাম। ----বাড়িতে গল্পগুজব, পড়াশোনা, বিনোদন বাগৃহসুখ উপভোগ ইত্যাদি। খাওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট বাছবিচার ছিল।এমনিতে অত্যন্ত স্বল্পাহারী। হাজাভুজিতে হয়ত একটু ঝোঁক,মিষ্টি মেঠাই চির ব্যাপার। চা - এ কোন অনীহা নেই।সিগারেটপুরোটা কখনো খান না। রসনা পরিতৃপ্তির জন্য বাইরের কোনচিকর খাদ্য কোনদিন গ্রহণ করেন না। না। মদ্যপান করেন না বিমল কর।কোনদিনও করেন নি। তবে খাওয়ান এবং সঙ্গ দেন। আরও একটা অভ্যাস ছিল,, সেটা হল, দরকষাকষি করে কোনজিনিষ কেনেন না কখনো। ব্যয় বাহুল্যে কোন কৃপণতা নেই। এটা যে তাঁরবিলাসিতা বা নবাবিয়ানা তা নয়। স্বভাব। তিনি ছিলেন এমন স্বভাবের মানুষ।

খেলার ব্যাপারে অতিমাত্রায় ক্রিকেট প্রেমী।এর পরেই আসে ফুটবল। এর বাইরে আমি ঠিক জানিনা। রাজনীতি করেছেনযৌবনে। র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্টদলে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে বিশেষ কোনদলের প্রতি কতখানি দুর্বলতা ছিল তা আমি জানিনা। তবে প্রতিবাদীসুর আছে গলায়, তা সে যে দলই অন্যায় কক না কেন। মানুষ হিসাবে অত্যন্ত ছিমছাম, শৌখিন এবং পরিশীলিতমেজাজের। রবীন্দ্র সঙ্গীত তো বটেই এরপর পুরাতনী এবং উচচঙ্গসঙ্গীতের ওপরসমাধিক দুর্বলতা ছিল। পুস্তক সংখ্যা আশি ছাড়িয়ে। যথাত্রমেগল্পগ্রন্থ পঁচিশ ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় উল্লেখযোগ্য নির্মাণ ষাট।তবে সুনির্বাচিত গ্রন্থের সংখ্যা পঞ্চাশের মত। এও কিন্তু বছর চারেকআগেকার তাঁরই দেওয়া পরিসংখ্যান।

বিমল কর-এর আরো একটা আগ্রহের কথা বলি। সেটাহল, পুজোর ছুটিতে দিন চারেকের জন্য একটু কোথাও ঘুরে আসা। আগেযেতেন হাজারীবাগ রোডের বাড়ি। আত্মীয়স্বজন সকলে এসে জড়ো হত। তারপরনানা কারণে তা প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে। তাই একটা দলও মোটামুটিতৈরি হয়ে গিয়েছিল। বিমলদা হেড অব দ্য টিম, সতীর্থসূত্রেলেখক শিশির লাহিড়ীম্যানেজার আর সুধাংশু ঘোষ, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, নিখিলচন্দ্র সরকার আর আমি। প্রথম পর্বে বরেনগঙ্গোপাধ্যায়ও সঙ্গী হত। বড় তাড়াতাড়ি সে সব দিন চুরি হয়ে গেল। আক্ষেপকরতেন বিমলদা। আজ বুঝি স্মৃতি বড় নিষ্ঠুর স্থপতি।

প্রত্যেক জীবনের দ্বৈতরূপ তার অনুষঙ্গ ।একটা বাইরের, অন্যটি ভেতরের। আসলে বাইরের লোকটিকে যেভ

াবেদেখি,সেই একটি মানুষ ভেতরে কিন্তু আলাদা। ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে ভেতরেরলোকটির এইখানেই তফাত। দু একটি দৃশ্য দর্পণে আর একবার দেখে নিই।

সেবার আমরা বালিয়ার ফরেষ্ট ইনস্‌পেকশানবাংলোয়। রাত্তিয়ে খাওয়া দাওয়ার পর এবার শোয়ার পালা। পাশের ঘরেসুধাংশু ঘোষ আর নিখিলচন্দ্র। বিমলদা সঞ্জীবকে ডেকে যা বললেন, সঞ্জীব ডেকে বললআমাকে। শিশিরদাকে ডাকতে গিয়ে দেখলাম শিশিরদার নাক ডাকছে। পাশের ঘরে ওদের মশারির একটা কোণখানিকটা ছেঁড়া।
সকালে কথাটা সঞ্জীবই তুলল। কি সুধাংশুদা ? কাল কেমন মশককুল নেমন্তন্ন খেল?আমাদের সকলকে নির্বাককরে দিয়ে সুধাংশু ঘোষ বলল, বিমলদা আগেই আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, একটা মাল-টুমাল বেঁধোমাশারির কোণে। একটু ছেঁড়া আছেসুধাংশু।

বিমল কর তনয়া শুভার একটা লেখা পড়েছিলাম।আমার বাবা, এই নামে।.....বাবা মানুষটা বড়ই উদ্বিগ্ন স্বভাবের। তেমনএকটা চিত্র তুলে ধরি।

ফেরার আগের দিন বিকেল মরে গেলে আমি আরশিশিরদা এক ফাঁকে বেরিয়ে পড়েছি শালবন দেখতে। পরেষ্ট অফিসারেরনির্দেশ ছিল ছ-টার পর আমরা যেন বাইরে না থাকি। কিন্তু ফিরতে একটুদেরি হয়ে গেল। গেটের মুখেই সুধাংশু ঘোষের সঙ্গে শিশির লাহিড়ীরচোখাচোখি। একী শিশিরদা? বিমলদা যে কী ভাবছেন, দেখুন গিয়ে। সঞ্জীবের টপ্পা,প্রেমের গল্প কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। প্রচন্ডউৎকণ্ঠ, ওরাএখনো ফিরছে না কেন?

শিশিরদার মত দাপুটে লেখককেও ভিজে বেড়ালেরমত এগিয়ে গিয়ে স্বীকার করতে হয়েছিল---অন্যায় হয়ে গেছে।
ঔদার্য বা বাৎসল্যের চিত্রও বিরল নয়। দিব্যেন্দুপালিতের ভাষাতেই বলি।---- ১৯৬১-তে এম.এ. পরীক্ষা দেব।....তখনআমার আর্থিক অবস্থা এতটাই খারাপ যে দু-তিনশো টাকা জোগাড় করাওছিল দুঃসাধ্য।.....ঠিক করেছিলাম পরীক্ষা দেব না। কথাটা একদিনবিমলদাকে বলতেই স্তম্ভিত গলায় তিনি বললেন, সে কী। এত কষ্ট করেদুবছর পড়া চালালে, পরীক্ষা দেবে না। তুমি একটা যা -তা।.....আমাদের হাসি ঠাট্টার মধ্যে সারাক্ষণই গম্ভীর ও অন্যমনস্ক থাকলেনবিমলদা। তখন তাঁর নিজের আর্থিক অবস্থাও যে খুব ভাল ছিল তানয়।.....পরে দেখা হতেই ধমক দিলেন, ...কোথায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরেবেড়াচ্ছ, এদিকে আমার ঘুম হচ্ছে না। চলো আমার সঙ্গে। তোমার পরীক্ষারফির ব্যবস্থা করেছি।

নিখিলচন্দ্র সরকারের উক্তি।----সম্প্রতি আমার স্ত্রীহঠাৎই হাসতে হাসতে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।.....আমারএই বিপর্যয়ের দিনেবিমলদা, বউদি কতবার যে আমাদের এখানে এসেছেন। আমার জন্যে, ছেলেমেয়েদেরজন্য বিমলদার কী উদ্বেগ।.....আমার জন্য বিমলদাওকষ্ট পান।.....আমার এই নিঃসঙ্গতার মুহূর্তে বিমলদাকে যেন আবার নতুন করে চিনলাম।

বলতে দ্বিধা নেই কারণ গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষেরলেখা স্মরণে এল বলে। একবার বিমলদাকে গিয়ে বললাম,---একটা ব্যাঙ্কেরম্যানেজার বলছেন আপনারপ্রকাশনীকে হাজার পনের টাকা ধার দিতে পারি যদি আপনি বাড়ি-গাড়িআছে এমন একজন গ্যারান্টার দিতে পারেন।.....বাড়ি - গাড়িওলা বহুজনইআমাকে ভালবাসেন কিন্তু পনের হাজার টকার দায়িত্ব নিয়ে তাঁরা কেউইগ্যারান্টার হবেন না।.....সব শুনে বিমলদা বলেছিলেন, আমি গ্যারান্টার হলে যদি১৫ হাজার টাকা পেয়ে যাস তা হলে আমিই হব গ্যারান্টার।..... যথাসময়েইউকো ব্যাঙ্কের সামনে এসে গাড়ি থেকে নামলেন বিমল কর।.....নথিপত্রেসই দিলেন বিমলদা। বাড়ি-গাড়ি দলিলের কথা তুললেন না ম্যানেজার। আরো আরোঅনেক উদাহরণ আমার হাতে আছে। একটি কি দুটি গরম ভাতে হাত দিয়েপাত্রের সমস্তটা যাচাই করা যায় বলেই অযথা কলেবর

বৃদ্ধি করে কোনলাভ নেই।

অথচ এই অশীতি - বসন্তের যুব এক জায়গায়কিন্তু প্রচন্ড ধরণের নির্মম। সাম্পাদকীয় দপ্তরে। পত্রস্থ করা লেখাটিযদি নির্দিষ্ট মানের বিন্দুকে স্পর্শ না করে তবে সে লেখার ললাটে চুম্বনকরতে বাধ্য লাল অক্ষরের --অ। ষাট দশক ছুঁয়ে অ াসা ষাট বছরেরবর্তমান অনেক তাবড় সাহিত্যিক মুক্ত কণ্ঠে এ কথা স্বীকার করতে গর্ব অনুভবকরেন।

তাঁর জীবনের অন্তিম পর্ব বড় কণ। তবু এইযন্ত্রণা-কাতর শরীরের একটা ফুসফুস যখন ক্ষরিষ্ণু বিদ্যুতের মত,তখনও হাস্য পরিহাসে সেই পেছনের দিনগুলো অবলীলায় স্মরণে পড়ত। হয়তএখনো স্মৃতি কতদূর নিয়ে যেতে পারে তা পরখ করে দেখেছেন। বাদল বসুআজ তার এক ডাক্তার বন্ধু সঙ্গে নিয়ে এসেছে সেটুকুও আমাকে টেলিফোনেবলেছেন। পরক্ষণেই টেলিফোনে ঝলসে উঠেছে তার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ।সতু, মনে পড়ে ? ঝাড়গ্রামে থেকে বাদলের বাড়িতে আমাদের সফর ? পড়ে ।আমি বলেছি। তারপর, চুপ করে থেকেছেন অনেকক্ষণ। আর কিছু না বলেতারপর টেলিফোন ছেড়ে দিয়েছেন।

পঙ্গুত্ব না হলেও সজীবতা হারিয়ে যাচ্ছে তাঁর নিম্নাঙ্গে,তখনো কিন্তু মনে, মস্তিষ্কে ক্ষতা স্পর্শ করতে পারেনি। ত াইঅনুলেখকের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ করলেন, শারদীয় আনন্দবাজারের শেষ লেখা তারউপন্যাস ইমলিগড়ের রূপকথ া দিয়ে। অনুলেখক অনুজপ্রতিম স্বপন সাহা।

বিমল করের অদ্ভুত একটা ব্যাপার ছিল। সেটা হলঅদ্ভুত ধরনের একটা বাতিক বা ম্যানিয়া। আজ দাঁত, কাল চোখ, পরশু হয়ত বলে দিলেন গলায়ব্যাথা, নির্ঘাত ক্যানসার। মরে যাবে। আসলে কিন্তু কিছুই হয়নি। এ সম্পর্কে ১৯৯১ স ালে সাহিত্য আকাদেমিআয়োজিত “Meet theAuthor” এর Brochure থেকে একটু উদ্ধৃতি দিলে মন্দ হয় না। “Almost all private conversations of Bimal Kar begin witha sincere declaration “ I am sick, Imust die, a la the refrain of Thomas, Thomas Nashe”. এবং যা বিমল কর-এর লেখার মধ্যেও অনেকাংশে পরিস্ ফুট। বিশেষ করেখড়কুটো উপন্যাসে ভ্রমরের দিন যে চোখের ওপর শেষ হয়ে যাচ্ছে,নিশ্চিতরূপে মৃত্যুর দিকে এগিয়েয াচ্ছে এই সাযুজ্যের সন্ধান করা যেতে পারে। তিনি একবার কিশোর বয়সে দীর্ঘছ-মাস শয্যাশায়ী ছিলেন থাই এ্য াবসেসে। এই বোধ হয়ত এখনো তাঁর অবচেতন মনকেভাবায় যার প্রতিক্রিয়া বা প্রতিফলন এভাবে হয়ত যটলেও যটতেপ ারে। এছাড়া ওই রকম একটা বয়সে দেখছেন তাঁর নিজের এক বোনের মৃত্যু ।আনিমানি খেলতে খেলতে সেই মাথা ঘুরে পড়ে গেল, আর জ্ঞান ফিরে এল না।----একজন সৃষ্টিশীল মানুষের মনের সঙ্গে একজন সাধারণ মনের মানুষের এইখ ানেইপার্থক্য। আর সে কারণেই ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে ভেতরেরলোকটির এইখানেইতফাত। মেলা তফাত।

এ সব কারণেই হয়তে মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর ভাবনারনিরিখ একটু অন্যরকম। এই নিরিখেই তাঁর জিজ্ঞাসা এর অনিবার্য অন্তিমসম্বন্ধে। অর্থাৎ একজন প্রকৃত লেখক বা শিল্পী, কি গায়ক মৃত্যুরপরেও যেমন বেঁচে থাকে তাঁর সৃষ্টিতে, তেমনি জীবতকালেও কি তাঁরমৃত্যু ঘটে ? মৃত্যু ঘটে, যখন আত্মিক চেতনায় সে শূন্য হয়ে যায়। তাঁরআরও জিজ্ঞাসা, শিল্পীর মগ্ন চৈতন্যের শেষ আছে? আছে। তাঁর যুক্তি বাদার্শনিক সিদ্ধান্ত, সব ঋতুই বসন্ত নয়। ---এ সব তর্কবা তত্ত্বেরভেতর না য াওয়াই ভাল। না, না। এই বরেণ্য সাহিত্যিককে যেমন দেখেছি, এইসম্মান সংখ্যায় সেটাই আমার লেখার বিষয়।

এই বিমল কর-কে চির সন্ধ্যার প্রাকমুহূর্তেও দেখেছি হার্দতায় কিন্তু সেই একই রকম। ভাবলে মনে হয়,আজকেরগোটা পৃথিবীর জীবনযাত্রা কী দ্রুত। একটা জটিল গোলক ধাঁধা চোখেরওপর। হিংসা, স্বাথপরতা, দ্বিধা, মৌলবাদ কী দাণভাবে ফণা উঁচিয়ে,ব্যাপকভাবে স্পর্শ করে আছে ঈশান, অগ্নি, নৈঋত, বায়ু। কিন্তু আকাশে তাকালেসূর্য চন্দ্র এখনো দেখা য ায়। জোয়ার ভাঁটা এখানো চোখে পড়ে। শিশিরে ঘাসেরসবুজ ভিজে যায় এখনও। এখনওরঙের অস্তিত্ব ভাসে ক্ষুদ্রতর সন্ধ্যামনি, অমলতাস-এ। বিরল হলেও আজও পৃথিবীতে, স্নেহ, ভালবাসা, মানুষ্যত্ব,মানবিকতা বিরাজকরে। সৃষ্টির অমরত্ব ঘোষণা করে। এখনো দিন হয়, রাত্রি আসে। এই নিয়েইতো দিনযাপন। বেঁচে বর্তে থাকা। তবুও হারাতে হয়।

হেরে যেতে হয়। যেতেদিতে হয়। এটাই নিয়ম। অন্তিম নিয়তি।

প্রতি সপ্তায় আর কি সেই টেলিফোন বাজবে? রিসিভার তুললেই সেই চির চেনা ক্ষীণতর কণ্ঠস্বর ? টেলিফোন নাবাজালেও, নটা বাজলেও, ন-টা বাজলেই যেন শুনতে পাই, সতু আমি বিমলদা।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com